শিক্ষকের মর্যাদা ও শিক্ষার মান– দুটোতেই চাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

অনলাইন ডেস্ক

শিক্ষক শব্দটি শুধু একটি শব্দ নয়, এটি আবেগ, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নাম। জাতির আলোকবর্তিকা হলেন শিক্ষক। তারা শুধু জ্ঞান বিতরণ করেন না, জাতিকে পথ দেখান, নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যতের স্থপতিও তারা।

আজ ৫ অক্টোবর, বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে শিক্ষক দিবস।

এ দিনে আমরা শিক্ষকদের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। তাদের নানা অবদান স্মরণ করে স্মৃতির পাতা মেলে ধরি। সেই কারণেই এই বিশেষ দিনে কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (কসউবি) কয়েকজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী তাদের প্রিয় শিক্ষকদের নিয়ে আলাপচারিতায় বসেন। তাদের আলাপচারিতায় উঠে আসে বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও স্বপ্ন।

আলাপচারিতার শুরুতেই প্রধানশিক্ষক রাম মোহন সেন হেসে হেসে বললেন, ‘আপনারা যখন পড়তেন, তখনকার কসউবি আর এখনকার কসউবির মধ্যে অনেক ফারাক। ভর্তি নিয়ে এখন লটারির ঝামেলা, মোবাইল ফোন নিয়ে দুশ্চিন্তা, আর ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকের সম্পর্কটাও ধরে রাখা কঠিন হয়ে গেছে।’ এতটুকু বলে তিনি থামলেন।

এরপর বললেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, সম্পর্কটা ফেরাতে হলে আমাদের শ্রেণিকক্ষকেই আরো মানবিক করতে হবে।

প্রযুক্তি ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করতে হবে, তবে সন্তানসুলভ স্নেহ দিয়ে ছাত্রদের কাছে টানাটাই সবচেয়ে জরুরি।’

তিনি যোগ করলেন, ‘প্রাক্তন ছাত্রদের সহযোগিতা এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো, আধুনিক পাঠদান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, এসব একা সরকারের পক্ষে করা কঠিন। আপনারা পাশে থাকলে শিক্ষকদের নৈতিকতা, দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব আরও শক্ত ভিত্তি পাবে।’

শিক্ষকতা পেশা নয়, নেশা

এ সময় প্রাক্তন শিক্ষক ও সাবেক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নাছির উদ্দিন নিজের অভিজ্ঞতা শোনালেন।

তিনি বললেন, ‘শিক্ষকতা আমার কাছে কখনো চাকরি ছিল না।

এটা ছিল নেশা। ক্লাসে ঢুকলেই মনে হতো, এরা আমার সন্তান।’

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘সমস্যা হচ্ছে, আমরা অনেক সময় শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে বিনিয়োগ করি না। প্রশিক্ষণের অভাব, পদোন্নতির ঝামেলা, বারবার শিক্ষাক্রম পাল্টানো, এসব শিক্ষকের মর্যাদাকে খাটো করেছে। ফলে দায়িত্ববোধও দুর্বল হয়।’

আমরা তাঁর কণ্ঠে সেই অস্থিরতা দেখলাম। কিন্তু ভেতরে শিক্ষকের প্রতি ভালোবাসাই যেন বেশি ঝলমল করছিল।

মর্যাদা ও প্রাপ্য সম্মান

বর্তমান জেলা শিক্ষা অফিসার ও আমাদের প্রাক্তন শিক্ষক গোলাম মোস্তফা আক্ষেপ করে বললেন, ‘আজকের শিক্ষকেরা দারুণ চাপে থাকেন। বেতনের সঙ্গে জীবনযাত্রার খরচের ফারাক দিন দিন বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই শুধু টিকে থাকার জন্য লড়াই করেন। অথচ শিক্ষকের প্রধান প্রাপ্য হলো সমাজ থেকে সম্মান। সেটাই এখন কমে গেছে।’

তিনি একটু থেমে বললেন, ‘আপনারা যদি প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে শিক্ষকদের পাশে থাকেন, তাদের সাফল্যকে তুলে ধরেন, তবে সমাজও আবার শিক্ষকদের সম্মান করতে শিখবে।’

সম্পর্কের রূপান্তর

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের দিক তুলে ধরে আলাপ শুরু করেন প্রাক্তন শিক্ষক আবু তৈয়ব দিদার। তিনি স্মৃতিচারণা করে বলেন, ‘আগে শিক্ষক আর ছাত্রের সম্পর্ক ছিল অনেকটা বাবা-মায়ের মতো। এখন ইন্টারনেট, কোচিং, সোশ্যাল মিডিয়া আসায় সম্পর্কটা দূরে সরে গেছে।’

তিনি বললেন, ‘আমার বিশ্বাস, শিক্ষককে হতে হবে একদিকে শাসক, অন্যদিকে মমতাময় অভিভাবক। যে শাসন করবে, আবার দরকার হলে সন্তানের জন্য ব্যথিতও হবে। তখনই ছাত্রদের মনে আলাদা জায়গা তৈরি হবে।’

সংকট ও করণীয়

আলোচনা গড়াল শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যায়। সবাই একসুরে বললেন –

বারবার পাঠ্যপুস্তক সংশোধন শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করছে।

পরীক্ষাকেন্দ্রিক মুখস্থ সংস্কৃতি সৃজনশীলতাকে হত্যা করছে।

কোচিং নির্ভরতা বেড়ে শিক্ষা এখন বাজারপণ্য হয়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ বিদ্যালয়ে ডিজিটাল সুযোগ সীমিত, আর শিক্ষক প্রশিক্ষণেও ঘাটতি।

আমরা প্রাক্তন ছাত্ররা একমত হলাম, এ সংকট কাটাতে হলে শিক্ষাকে শুধু চাকরির প্রস্তুতি নয়, চিন্তার প্রস্তুতি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যুগে এআই, রোবোটিক্স, প্রযুক্তি জ্ঞান জরুরি, তবে তার সাথে মানবিকতা ও মূল্যবোধও অপরিহার্য।

আমাদের প্রত্যাশা

আলাপচারিতার শেষ মুহূর্তে আমরা প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের সবাই একই প্রতিজ্ঞায় পৌঁছালাম– আমাদের এই বিদ্যালয় যেমন অতীতে মানবতাবোধে সমৃদ্ধ নাগরিক গড়ে তুলেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে। তবে এজন্য শিক্ষকের মর্যাদা ও শিক্ষার মান, দুটোই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হতে হবে।

আমরা চাই সরকার শিক্ষানীতি টেকসই ও শিক্ষকদের মর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিশ্চিত হোক। বিদ্যালয়গুলোতে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বাস্তবায়ন করা হোক। আমরা প্রাক্তন ছাত্ররা প্রতিজ্ঞা করছি, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সেই আলোকশিখা জ্বালিয়ে রাখার জন্য সবসময় পাশে থাকব। কারণ শিক্ষক যদি আত্মবিশ্বাসী ও মর্যাদাবান হন, তবে শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রাণিত হবে। আর অনুপ্রাণিত শিক্ষার্থীরাই গড়ে তুলবে আলোকিত বাংলাদেশ।

কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে নিবন্ধটি লিখেছেন – এম এম সিরাজুল ইসলাম (প্রধান নির্বাহী সংগঠক), মোহিব্বুল মোক্তাদীর তানিম (সাংগঠনিক সমন্বয়ক), সাঈদ বিন জেবর (সাংগঠনিক সচিব), শেখ আশিকুজ্জামান (অর্থ-পরিকল্পনা সমন্বয়ক), শাহজানুল হক চৌধুরী (দপ্তর ও যোগাযোগ সমন্বয়ক), ইয়াসির আরাফাত (সংস্কৃতি, গবেষণা ও ঐতিহ্য সমন্বয়ক) ও সৌরভ দেব (মিডিয়া ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক)।